মায়োর্কার বিপক্ষে দাপুটে ৩-০ গোলের জয়, ইয়ামালের জাদুতে লা লিগার শুভসূচনা বার্সেলোনার

সংগৃহীত ছবি

লা লিগার নতুন মৌসুমে দাপুটে সূচনা করল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। শনিবার রাতে মায়োর্কার মাঠে তারা ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। ম্যাচে একের পর এক নাটকীয়তা, লাল কার্ডের ঝড় এবং নবাগত তারকা মার্কাস রাশফোর্ডের অভিষেক—সব মিলিয়ে ম্যাচটি ছিল সমর্থকদের কাছে দারুণ উপভোগ্য।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা বার্সেলোনা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখে। খেলার মাত্র সাত মিনিটে লামিনে ইয়ামালের নিখুঁত ক্রসে হেড করে গোল করেন রাফিনিয়া। এতে অতিথি দল দ্রুত লিড নেয় এবং খেলার গতি আরও বেড়ে যায়।

২৩ মিনিটে ফেরান তোরেস ব্যবধান দ্বিগুণ করলে খানিকটা বিতর্কের জন্ম হয়। গোলের মুহূর্তে মায়োর্কার অধিনায়ক আন্তোনিও রাইয়ো ইনজুরির কারণে মাঠে পড়ে ছিলেন। মায়োর্কার খেলোয়াড়রা খেলা থামানোর দাবি তুললেও রেফারি বাঁশি বাজাননি। সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করে ফেলে বার্সেলোনা। এ ঘটনায় মায়োর্কা শিবিরে ক্ষোভ তৈরি হলেও গোলটি বৈধ ধরা হয়।

LENS ASIA

প্রথমার্ধেই দুই খেলোয়াড় হারিয়ে কার্যত ভেঙে পড়ে মায়োর্কা। ৩৩ মিনিটে মানু মর্লানেস দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। এর অল্প সময় পরই ভেদাত মুরিকি বার্সার গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়ার ওপর বিপজ্জনক ট্যাকল করলে সরাসরি লাল কার্ড পান। নয় জন খেলোয়াড় নিয়ে টিকে থাকা মায়োর্কার জন্য তখন ম্যাচে ফেরাটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে যদিও বার্সেলোনা আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিল, কিন্তু গোল পাওয়া যায়নি। ৬৯ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ড। এর মধ্য দিয়েই প্রায় চার দশক পর আবারও কোনো ইংরেজ খেলোয়াড় বার্সেলোনার জার্সি গায়ে মাঠে নামলেন। তবে গোলের সুযোগ তৈরি হলেও রাশফোর্ড প্রথম ম্যাচে জালে বল জড়াতে পারেননি।

ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে এসে আবারও আলোচনায় আসেন কিশোর প্রতিভা লামিনে ইয়ামাল। প্রথম গোলের অ্যাসিস্ট করার পর শেষ মুহূর্তে নিজেই দুর্দান্ত এক শটে গোল করেন তিনি। এই গোল বার্সেলোনার জয়কে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তোলে এবং ইয়ামালকে ম্যাচসেরার স্বীকৃতি এনে দেয়।

তিন গোলের সহজ জয়ে মৌসুম শুরু করলেও ম্যাচ শেষে পুরোপুরি খুশি নন কোচ হান্সি ফ্লিক। তার মতে, প্রতিপক্ষ নয় জন হওয়ার পরও বার্সেলোনার খেলার গতি কমে গিয়েছিল, যা তিনি পছন্দ করেননি। ফ্লিক বলেন, “তিন পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমি দলের পারফরম্যান্সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই।”

অবশেষে ইয়ামালের জাদুকরী পারফরম্যান্স, রাফিনিয়ার শুরুতে গোল, তোরেসের বিতর্কিত শট এবং রাশফোর্ডের অভিষেক—সব মিলিয়ে ম্যাচটি বার্সা সমর্থকদের জন্য ছিল স্মরণীয়। লা লিগার নতুন মৌসুমে জয় দিয়ে পথচলা শুরু করায় আত্মবিশ্বাসও পেয়েছে দলটি।